দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 MAR 1998 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৭ ...

বুয়েটে ভর্তি জটিলতা ঃ একটি তথ্যচিত্র

আননূর রহমান

১৩ই মার্চ সংবাদ-এ অনিরুদ্ধের লেখাটি পড়লাম। তিনি বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিবন্ধের আকারে এবং বিজ্ঞাপন হিসেবে বেশ কিছু তথ্য পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে লেখাগুলোর মধ্যে তথ্যগত ব্যবধান অনেক বেশি। অনিরুদ্ধের আলোচনাতেও সঠিক তথ্য আসেনি। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বন্টন সংক্রান্ত তথ্য তিনি ঠিকমতো দিতে পারেননি। এই লেখায় আমি প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ সে প্রসঙ্গে আমি যাবো না।

বুয়েট ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে পড়ার সুযোগ পান। এখানকার ভর্তি পরীক্ষা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুধু ভর্তি পরীক্ষা নয় বুয়েটে অনুষ্ঠিত যেকোন পরীক্ষা অন্তত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা হয়। বুয়েট যে আজ স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে তা একদিনে হয়ে উঠেনি। বহুদিনের ধারাবাহিক নিরপেক্ষতার ফসল বুয়েট। কাজেই বুয়েট কেন আজ জটিলতার শিকার তা তলিয়ে দেখতে হবে।

পূর্ব নিয়মে এখানে দুই ধরনের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। এজন্য দুটি পৃথক ভর্তি কমিটি গঠন করা হতো। একটি পরীক্ষা হতো প্রকৌশল বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য অপর পরীক্ষাটি স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির জন্য। স্থাপত্য ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে। নম্বর বন্টন ছিল ঃ ড্রইং-৮০, ড্রইং সংক্রান্ত মুক্ত আলোচনা-২০, গণিত-৬০ এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪০। শতকরা হিসেবে দেখতে গেলে ড্রইং-এ ৪০%, মুক্ত আলোচনায় ১০%, গণিতে ৩০% এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ২০% নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হতো।

প্রকৌশল বিভাগের জন্য ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো ৬০০ নম্বরে। এদের নম্বর বন্টন ঃ গণিত ১৮০, পদার্থ বিজ্ঞান-১৮০, রসায়ন-১৮০ এবং ইংরেজি-৬০। অর্থাৎ গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন ৩০% করে এবং ইংরেজি ১০%-এর পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রকৌশল বিভাগের জন্য এ নিয়ম এখনও বহাল আছে।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে স্থাপত্যে ভর্তির জন্য নতুন ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রদেরকে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তাদের এ পরীক্ষা হবে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, ড্রইং এবং ইংরেজি বিষয়ে। তাদের এ পরীক্ষা হবে প্রকৌশল বিভাগসমূহের জন্য প্রণীত অভিন্ন প্রশ্নপত্রে। তবে তাদেরকে রসায়ন বিষয়ের উত্তর করতে হবে না। স্থাপত্য ভর্তির জন্য মানবন্টন ঃ গণিত-১৮০, পদার্থ বিজ্ঞান-১৮০, ড্রইং ১৮০ এবং ইংরেজি ৬০। অর্থাৎ গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং ড্রইংয়ে ৩০% করে এবং ইংরেজিতে ১০%-এর পরীক্ষা দিতে হবে।

আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। পূর্বের নিয়মে প্রকৌশল বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় ৩৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারতো। আর স্থাপত্যে অংশগ্রহণ করতে পারতো ৩০০০ জন প্রতিযোগী। কিন্তু বর্তমান নিয়মে সকল বিভাগের জন্য মোট ৪৫০০ জনকে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক নম্বর বন্টন নিচের চার্টে দেয়া হলো।

বর্তমান পদ্ধতি			পূর্ব পদ্ধতি		
গণিত	১৮০	৩০%	গণিত	৬০	৩০%
পদার্থ	১৮০	৩০%	সাধারণ জ্ঞান	৪০	২০%
ড্রইং	১৮০	৩০%	ড্রইং	৮০	৪০%
ইংরেজি	৬০	১০%	মুক্ত আলোচনা	২০	১০%
মোট	৬০০	১০০%	মোট	২০০	১০০%

নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে স্থাপত্য বিভাগের আন্দোলনরত ছাত্র-শিক্ষকের প্রধান অভিযোগ হলো এতে পদার্থ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ড্রইং-এর নম্বর কমানো হয়েছে। স্থাপত্য একটি সৃজনশীল বিষয়। কাজেই ড্রইং-এর উপর গুরুত্ব বেশি দেয়া উচিত, যা এতোদিন ছিল। তাছাড়া প্রকৌশল বিভাগে পড়তে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত যতোটা দরকার হয় স্থাপত্যে ততোটা দরকার হয় না। বর্তমান পদ্ধতিতে ড্রইংয়ের গুরুত্ব কমিয়ে গণিত ও পদার্থের সমান করা হয়েছে। অর্থাৎ তেলের দাম ও ঘিয়ের দাম সমান করা হয়েছে। এটা অনভিপ্রেত। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকগণ বর্তমান পদ্ধতির বিরুদ্ধে যতোগুলো যুক্তি দেখিয়েছেন তার মধ্যে উপরের যুক্তি দুটোকেই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং প্রকৌশল শাখার কিছু শিক্ষকের সাথে স্থাপত্যের এসব অভিযোগ নিয়ে আলাপ করার সুযোগ আমার হয়েছে। তারা জানান, স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রদের সিভিলের কিছু বিষয় পড়তে হয়। অংকের কোর্স করতে হয়। স্থাপত্যের বিভিন্ন বছরের ফলাফলের পরিসংখ্যান দেখিয়ে বলেন যে, তারা এসব বিষয়ে খুবই খারাপ করে। অনেক ছাত্রই পাস করতে পারে না। এর মূল কারণ পদার্থ বিজ্ঞানে জ্ঞানের অভাব। এ কারণে নতুন ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ড্রইংয়ের গুরুত্ব কমানো হয়েছে- এ ধরনের অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ। তিনি জানান, ড্রইংয়ের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য কোন প্রস্তাব স্থাপত্য বিভাগ থেকে দেয়া হলে তা বিবেচনা করা হবে।

স্থাপত্য বিভাগের আন্দোলনরত ছাত্র-শিক্ষকের আরেকটি অভিযোগ হলো, একাডেমিক কাউন্সিলে ১৬৩ জন সদস্যের মধ্যে তাদের বিভাগের শিক্ষক মাত্র ১০ জন। কাজেই তাদের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর উত্তরে একাডেমিক কাউন্সিলের একজন সদস্য জানান, শুধু স্থাপত্য নয়, সকল বিভাগ থেকে ৮ জন/১০ জন করে সদস্য নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত। কাজেই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিষয়টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এমন অভিযোগ যেকোন বিভাগই করতে পারে।

অবস্থা এখন খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেনি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করেছে তারা। ফলে স্থাপত্য বিভাগের সাড়ে তিনশ' ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন এক অনিশ্চয়তার দিকে এগোচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বুয়েটের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না। আমরা প্রকৌশল শাখার ছাত্ররা ক্লাস করছি। স্থপত্য বিভাগের বন্ধুরা ক্লাসের বাইরে আন্দোলন করছে। এ অবস্থা মোটেও কাম্য নয়।

বাংলাদেশ এমনিতেই গরিব দেশ। আমরা গরিব কৃষকের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। অতি কষ্টে অর্জিত কৃষকের টাকার অপচয়ের দায়িত্ব কে নেবে? স্থাপত্য বিভাগের সাড়ে তিনশ' মেধাবী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তার দায়িত্বইবা কে নেবে? শেষ পর্যন্ত হয়তো সমাধান একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই এমন দিক বিবেচনা করে যথাশিগগির বুয়েটে অচলাবস্থা নিরসনের জোর দাবি জানাচ্ছি।

[লেখক বুয়েটের একজন ছাত্র]